সংবাদ

তারিখ 22 SEP 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

এইচএসসিতে দেড় লাখ শিক্ষার্থী ফেল : দায়ী অদক্ষ শিক্ষক আর অভিভাবকদের অসচেতনতা

সাজেদুর রহমান

এবার এইচএসসিতে দেড় লাখেরও বেশি শিক্ষার্থী ফেল করেছে। এর জন্য মূলত দায়ী ছাত্রছাত্রীর প্রতি শিক্ষকদের অবহেলা, রাজনৈতিক প্রভাব, শিক্ষক স্বল্পতা, দক্ষ শিক্ষকের অভাব আর সেই সঙ্গে অভিভাবকদের অসচেতনতা। চলতি বছরের এইচএসসি পরীক্ষায় দেশের ৬০টি কলেজ থেকে কোন শিক্ষার্থী পাস না করতে পারার পেছনে এসব কারণ কোন না কোনভাবে দায়ী।

সরকারি-বেসরকারি কলেজেরে অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীসহ সব শিক্ষার্থীর পড়াশোনা নিশ্চিত করতে সরকার বছরে খরচ করছে প্রায় ৬১২ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারি কলেজগুলোর জন্য বছরে বরাদ্দ থাকে প্রায় ২১৮ কোটি টাকা আর

ফেল : পৃঃ ২ কঃ ৭

ফেল : শিক্ষার্থী

(১২ পৃষ্ঠার পর)

বাকি বরাদ্দ বেসরকারি কলেজের জন্য। দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদরা এ খরচকে অপচয় বলে মনে করছেন।

বাংলাদেশ ব্যুরো অফ এডুকেশনাল ইনফরমেশন অ্যান্ড স্ট্যাটেস্টিক্স (ব্যানবেইস)-এর তথ্য মতে, সরকারি কলেজগুলোর প্রতি শিক্ষার্থীর পেছনে রাষ্ট্র বছরে মাথাপিছু খরচ করে ৪ হাজার ৭২২ টাকা। এর মধ্যে রয়েছে ছাত্রদের জন্য সরকারি কলেজে শিক্ষকদের বেতন, নির্মাণ অবকাঠামো, রক্ষণাবেক্ষণ, চক-ডাস্টারসহ অনুষঙ্গ সংগ্রহ। দেশের সরকারি কলেজে একজন শিক্ষার্থী ১৫ থেকে ২০ টাকা মাসিক বেতনে লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছেন। বেসরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষকদের বেতন-ভাতার সরকারি অংশ (৯০ ভাগ) উপবৃত্তি, নানা উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং অনুদান বাবদ দেয়া মোট টাকার হিসাব থেকে দেখা যায়, সেখানে ছাত্রছাত্রীদের জন্য সরকারের মাথাপিছু খরচ হয় বছরে ৪ হাজার ১৯ টাকা।

শিক্ষা বোর্ডের হিসাব অনুসারে, এ বছর এইচএসসিতে ৭টি বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৫ লাখ ১০ হাজার ৯৪৯ জন। যার মধ্যে ফেল করছে ১ লাখ ৬৪ হাজার ২১৩ জন। ফেল করাদের ৭৫ শতাংশের বেশি বেসরকারি কলেজের শিক্ষার্থী। তাদের পরিমাণ এক লাখের ওপর।

হিসাব করে দেখা যায়, সরকারি ও বেসরকারি কলেজের পরীক্ষার্থীদের পেছনে গড় হিসাবে এক বছরে সরকারের খরচ প্রায় ৭৫ কোটি টাকা। দুই বছরে খরচ দেড়শ কোটিরও বেশি।

অন্যদিকে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত অধ্যাপক আনু মুহাম্মদের এক নিবন্ধ থেকে জানা যায়, দেশে এইচএসসি পর্যায়ে একজন শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার পেছনে অভিভাবকদের গড়ে বার্ষিক খরচ পড়ে প্রায় ৬ হাজার টাকা। সেই হিসাবে এবারের এইচএসসিতে ফেল করা ১ লাখ ৬৪ হাজার ২১৩ জন পরীক্ষার্থীর পেছনে অভিভাবকদের ৩শ' কোটি টাকার বেশি খরচ হয়েছে। এ সম্পর্কে অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, শিক্ষার্থীদের পেছনে যেভাবে টাকা ব্যয় হচ্ছে সেভাবে কাজে লাগছে না। এক কথায় একটি বড় অপচয় হচ্ছে। তিনি বলেন, শিক্ষার সঙ্গে অর্থনীতির এত বেশি সম্পৃক্ত হয়ে গেছে যে, শিক্ষার বর্তমান ধারায় এ খরচ দিন দিন বেড়েই চলেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম অবশ্য এ খরচ একেবারে অপচয় বলে মনে করেন না। তিনি 'সংবাদ'কে বলেন, এ টাকা পুরোটাই অপচয় হয়েছে বলা যায় না। কারণ যে ছাত্রছাত্রী ফেল করেছে তারা তো অশিক্ষিত থেকে যায়নি। হয়তো নিয়ম অনুযায়ী পাস করতে পারেনি। ভবিষ্যতে এরাই আবার ভাল ফলাফল করবে।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, দেশে অধিকাংশ সরকারি কলেজে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই। সরকারি কলেজে এইচএসসি থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত পড়ানোর জন্য প্রায় ৭ লাখ শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক আছেন মাত্র ১২ হাজার। আবার শিক্ষকরা জেলা বা উপজেলায় অবস্থিত কলেজগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের প্রতি পর্যাপ্ত মনোযোগ দেন না বলে অভিযোগ আছে। কিছু বেসরকারি কলেজে শিক্ষার মান খারাপ হওয়ায় অনেক সময় ছাত্র স্বল্পতা দেখা যায়। এরপর এসব কলেজে যেসব শিক্ষার্থী ভর্তি হন তাদের জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক দক্ষ শিক্ষক নেই।

রাজনৈতিক চাপের কারণে একের পর এক বেসরকারি কলেজ এমপিওভুক্ত হলেও এগুলোর শিক্ষকদের মান যাচাইয়ের কোন ব্যবস্থা এখনও চালু হয়নি। প্রতি বছর বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী ফেল করছে আর পাসের শূন্য হার নিয়েও ক্ষমতাসীন রাজনীতির কারণে প্রভাবশালী কিছু কলেজ বিনা শাস্তিতেই রেহাই পেয়ে যাচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এসব কলেজের বিরুদ্ধে শোকজ নোটার জারি করা হলেও অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি হচ্ছে না।

পরপর তিনবার কোন শিক্ষার্থী পাস না করার কারণে গত সরকার কয়েকটি কলেজের এমপিও বাতিল করেছিল। কিন্তু বেশি ফেল করা কলেজের ক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। যদিও এইচএসসির ফলাফল প্রকাশের পর শিক্ষা উপদেষ্টা ড. আইয়ুব কাদরী বলেছেন, এবার কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে।